বইপত্র

প্রকাশনী

কলিখাতা

www.kolikhata.in

WhatsApp : 8910870957

পশ্চিমবঙ্গের মন্দির অলঙ্করণে রাম ও রামায়ণ

আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়

মূল্য : ৫০০/-

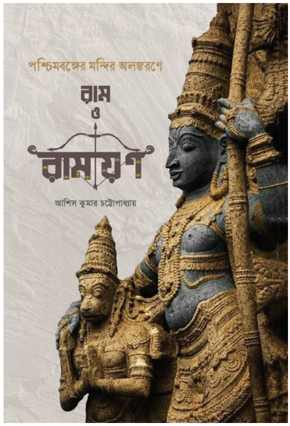

রামায়ণ একটি মহাসমুদ্র বিশেষ। তার সম্পূর্ণ ঘটনাবলী মন্দির অলঙ্করণে থাকবে বা আদৌ থাকা সম্ভব এ আশা করাই অন্যায়। তার উপর সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সব মন্দির দেখা সম্ভব নয়। একশোর উপর মন্দিরে ঘুরে কয়েক হাজার ফটো তুলে তারপর সেই ফটোগুলিকে একটা একটা করে দেখে তা থেকে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনি খুঁজে তারপর দুটি রামায়ণের (বাল্মীকীয় এবং কৃত্তিবাসী) সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে লেখা এবং দরকার মতো Statistical Analysis করা একটা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

বর্তমান লেখাটি পশ্চিমবঙ্গের ৮৮টি মন্দির ও ২টি পিতলের রথ নিয়ে লেখা। মন্দির অলঙ্করণে রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনা এবং রামায়ণ ছাড়া শ্রীরামের বিষ্ণু-অবতার রূপের ছবিগুলি বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করে টেবল (তালিকা বা সারণী) এবং প্রয়োজনে Pie Chart ব্যবহার করে এই লেখাটি লেখা হয়েছে।

এই বইটিতে আমরা 'রামায়ণ' ইমোশনের ফাঁদ এড়িয়ে নিস্পৃহ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে রামকথাকে দেখবো একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে— তা হল বাংলার মন্দির অলঙ্করণে রাম ও রামায়ণের উপস্থিতি নিয়ে। আমাদের আলোচনায় তাই গোঁড়া রামভক্ত আর কট্টর রাম-বিরোধী— দুটি দলই অখুশি হতে পারেন। কিন্তু আমরা কাউকে খুশি বা অখুশি করার জন্য এই আলোচনা করছি না।

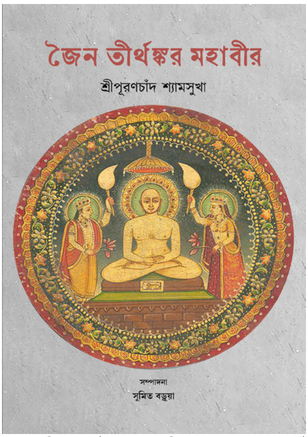

জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর

শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা

সম্পাদনা : সুমিত বড়ুয়া

মূল্য : ২২৫/-

ভগবান মহাবীরের চরিত্রের বিশালতা, গহনতা ও মহানুভবতার উপলব্ধি করার পথে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা ভক্তিকেই অবলম্বন করেছেন। জৈনশাস্ত্রমতে বর্তমান 'অবসর্পিণী কাল'-এ আবির্ভূত চব্বিশজন তীর্থঙ্করের অন্তিম সাধক মহাবীর। তীর্থঙ্করদের প্রচারিত ধর্মের নাম শ্রমণ বা নিগ্রন্থ বা জৈনধর্ম। যে সময়ে ভগবান মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন তখন ভারতবর্ষের, বিশেষত উত্তর ভারতের রাষ্ট্রগত, অর্থগত, সমাজগত ও ধর্মগত অবস্থা কেমন ছিল, তার একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র এই সন্তচরিত গ্রন্থে ফুটে উঠেছে। বুদ্ধ-সমকালীন অপর প্রতিবাদী আন্দোলনের পুণ্যপুরুষ মহাবীরের জীবনচরিতের সঙ্গে তাঁর গণধর ও প্রধান আচার্যগণের বিবরণ এবং পরিশেষে ভগবান মহাবীরের অমূল্য বাণী সংকলন করে গ্রন্থকার বৃহত্তর অর্থে বাংলা সংস্কৃতির সমৃদ্ধিসাধন করেছেন। গ্রন্থকারের সঙ্গে সম্পাদকের সংযোজিত টীকা গুরুত্বময়।

বাঙালির ভূত
কলিখাতা পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা
মূল্য : ৩০০/-

বাঙালিয়ানায় ভূত ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র; শিল্প, সাহিত্য, সিনেমা এবং অবশ্যই বাঙলার পরিবেশে। আমাদের এই কাজটি করার উদ্দেশ্যও তাই। শুধু ভয় নয়; নিখাদ আনন্দও যেন মিশে রয়েছে। যেকারণে কোন বাচ্চাকে 'পেত্নী' বা 'ভূতো' বলে ডাকলে, সে ভয় পাওয়ার পরিবর্তে হয়ত হেসে ওঠে খিলখিল করে। আমরা চেষ্টা করেছি এই রসবোধকে ধরতে। আবার আমরা সকলেই জীবনের কোনও মুহূর্তে এমন কিছু ঘটনার সাক্ষী হই যার উত্তর আমাদের যুক্তি, শিক্ষা দিতে পারে না। কিংবা বাঙালির জনজীবনে গড়ে ওঠা হাজারো ভৌতিক উপলব্ধির। ভূতের গল্প নয়, বরং কিছু নির্বাচিত প্রবন্ধ ও নিবন্ধে সংকলিত কলিখাতা পত্রিকার এই 'বাঙালির ভূত' সংখ্যাটি।

ভক্তিশতকম্ ও বাঙালির উত্তরাধিকার
সম্পাদনা : সুমিত বড়ুয়া
মূল্য : ৪০০/-

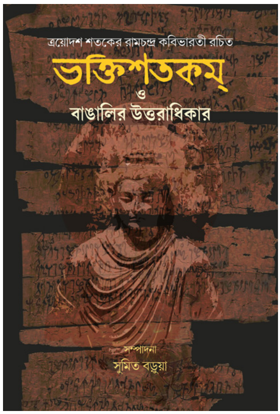

'বৌদ্ধাগমচক্রবর্তী' রামচন্দ্র কবিভারতী গৌড়বঙ্গের বাঙালি কবি। ত্রয়োদশ শতকের এই সাধক কবি সিংহলরাজ দ্বিতীয় পরাক্রমবাহুর রাজত্বকালে তৎকালীন বৌদ্ধজ্ঞানচর্চার পীঠস্থান সিংহলে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তিজাত 'বৌদ্ধ' কবিভারতী তিনটি সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা— ভক্তিশতকম্, বৃত্তমালা ও বৃত্তরত্নাকরপঞ্চিকা। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমণে বিপর্যস্ত বাঙালি রচিত মৌলিক কাব্য বা নাটক রচনার ক্ষেত্রে নূতন কোন স্বাক্ষর রাখতে না পারলেও রামচন্দ্র কবিভারতী এক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। কবির নানা ছন্দে রচিত অষ্টোত্তরশত শ্লোকবিশিষ্ট ধর্ম ও ভক্তিমূলক ভক্তিশতকম্ কাব্যগ্রন্থটি বুদ্ধজীবনী বা বৌদ্ধতত্ত্বমূলক গ্রন্থ নয়, তদ্গতচিত্তে আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে প্রশস্তি-বন্দনা। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন কবিদের ভক্তিমূলক সংস্কৃত শতকজাতীয় রচনার ধারায় রামচন্দ্রের ভক্তিশতকম্ অনন্য স্থানের অধিকারী। এই কাব্যে কবিহৃদয়ের কামনা ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা নয়, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, আত্মনিবেদিত ভাবাবেগের আকুতি ও বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে। কবি জয়দেবের উত্তরাধিকারী এই কবির কাব্যে সমন্বয়ের ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। ভারতের ভক্তিধর্মের বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে বাঙালি কবির ভক্তিশতকম্ কাব্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রমী সংযোজন।

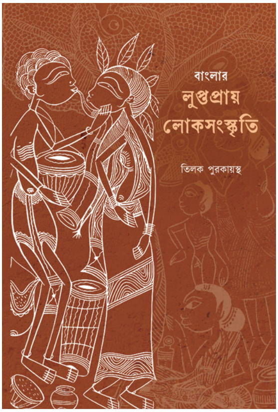

বাংলার লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি

তিলক পুরকায়স্থ

মূল্য : ৪৫০/-

আর্য জাতি তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে যখন ভারতে, ভালো করে বললে উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত, বাংলাদেশে তখন আদিতম দ্রাবিড় গোষ্ঠী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিম জনজাতি গোষ্ঠী বা প্রটোঅস্ট্রোলয়েড গোষ্ঠীর লোকেদেরই বসবাস। এরা ছিলেন অতি উন্নত জাতি, অস্ট্রিক ভাষায় কথা বলতেন। পরবর্তী কালে অবৈদিক আর্য যেমন আলপিও, দিনারিও ইত্যাদি জনগোষ্ঠিও বাংলার মাটিকে বাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করে থিতু হয়ে বসে। এই দ্রাবিড় এবং মুখ্যত অবৈদিক আর্য আলপিও, দিনারিও গোষ্ঠীর লোকেদের সঙ্গে অস্ট্রিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক গোষ্ঠীর মিলনের ফলেই আজকের বাংলাদেশের বাঙালি গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি। অর্থাৎ বাঙালি হচ্ছে মিশ্র সংকর জাতি। বৈদিক আর্যদের বঙ্গ বিজয় এবং বৈদিক সংস্কৃতির আবির্ভাব এর অনেক পরের ঘটনা। বঙ্গসংস্কৃতিতে অনার্য প্রভাব নিয়ে বলা যায় যে নৃতাত্ত্বিক ভাবে বাঙালি যে উন্নত জাতি তার কারণ তার রক্তে আছে তিনটি সভ্যতা— প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড, দ্রাবিড় এবং মিশ্র আর্যভাষী সভ্যতার মিশ্রণ। তাই বঙ্গ সংস্কৃতি বলতে কেবল বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আদৌ বোঝায় না। এর পরতে পরতে মিশে আছে অবৈদিক সভ্যতার প্রভাব।

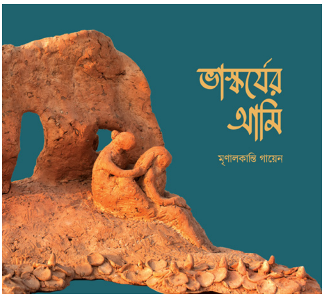

ভাস্কর্যে আমি

মৃণালকান্তি গায়েন

মূল্য : ৩২৫/-

সব প্রকাশ মাধ্যমের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। তাই অনেক সময় সাহিত্যিকরা কলম ছেড়ে রঙ-তুলি হাতে তুলে নেন, আবার শিল্পীরা সাহায্য নিয়েছেন কলমের। মনে হয় এই একই কারণে মৃণালকান্তি মাটি, প্লাস্টার, ধাতু ছেড়ে মনোনিবেশ করেছেন লেখায়। সুন্দরবন অঞ্চলে দেখা জলাশয়, নৌকো, নদীর বাঁধ কিংবা সাঁকো, পুকুরের জলে শোল বা পুঁটি মাছের বিচরণ, শাপলাফুল তোলা, গ্রামের দুর্গা পুজো, গাজন, যাত্রাপালা প্রভৃতি এমন কতো বাল্যস্মৃতি সজীব হয়ে উঠেছে তাঁর ভাস্কর্য ও নিখুঁত বর্ণনায়। ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্যে নিসর্গের অবতারণা সাধারণত খুব একটা চোখে পড়ে না। ত্রিমাত্রিক আয়তনময়তার মধ্যে শূন্যস্থান সৃষ্টি করে মধ্যবর্তী জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে কুশীলব ও আনুষঙ্গিক বস্তুকে। আবার কিছু ভাস্কর্য রেখাধর্মী, স্থাপত্যঘেঁষা ও বৃক্ষের মতো উর্দ্ধমুখী। অন্যদিকে কবিতা, নাটক, শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকাশের মাধ্যমের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে বিশ্লেষণমূলক রচনাগুলো পুস্তকটিকে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে।
— প্রশান্ত দাঁ (শিল্প ঐতিহাসিক ও সমালোচক)

চা-কুলীর আত্মকাহিনী

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা : অলোক সরকার

মূল্য : ২২৫/-

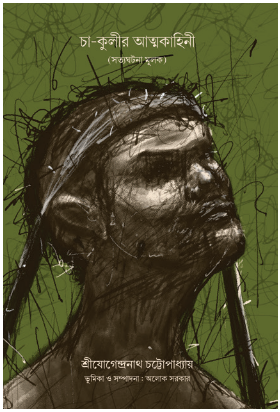

“চা-কুলীর আত্মকাহিনী” কাল্পনিক উপন্যাস নহে, প্রকৃত সত্যঘটনা-মূলক কাহিনী; সুতরাং প্রকৃত মনুষ্যজীবনে এরূপ ঘটনা সমাবেশ বড়ই বিস্ময়জনক বলিয়া আমি ইহাকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তবে অধিকাংশস্থলে নাম ও ধাম প্রভৃতি আমায় পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইয়াছে, তাহার কারণ সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং যে চা-বাগান ও যে সকল কর্ম্মচারীদিগের নাম এস্থলে এই কাহিনীতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত নহে; কিন্তু ঘটনা সকল প্রকৃত। আমি প্রকৃত নাম ও ধাম গোপন করিয়া কাল্পনিক নাম ও ধাম ব্যবহার করিয়াছি।

—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

—কেমন ছিল ভারতবর্ষে চা-চাষের শুরুর দিনগুলি?

—কেমন ছিল চাকুলিদের যন্ত্রণা?

আমরা তার খোঁজ রাখি না। তবে আজ বোধহয় একটু পিছনে ফিরে দেখার সময় এসেছে। আমরা ফিরে যাব অতীতে। অতীত খুঁড়ে দেখবার চেষ্টা করব চা-কুলিদের অমানুষিক দুর্দশার দিনগুলি। অবশ্য আমাদের বয়ানে নয়। একজন চা-কুলির বয়ানে। আর এই ফিরে দেখায় আমরা স্মৃতি সাক্ষ্য হিসেবে পুনর্বার দেখে নিতে চাইব একটি গ্রন্থকে। গত শতকের উল্লেখযোগ্য লেখক শ্রী যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত ‘চা-কুলীর আত্মকাহিনী’।

চা-বাগানের শ্রমিক সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আড়কাঠি সম্প্রদায় তৈরি হয়েছিল। যারা প্রলোভন দিয়ে শ্রমিক সংগ্রহ করে আসামের চা-বাগানে পাঠাত। আর আমাদের গ্রন্থিত এই কাহিনির সূচনা, চলন এই আড়কাঠি কর্তৃক ফাঁদ ও তার পরবর্তী শ্রমিক জীবনের দুর্দশার আখ্যান।

কলিকাতা
সেকালের গল্প একালের শহর (প্রথম খণ্ড)
তিলক পুরকায়স্থ
মূল্য : ৪৫০/-

কলকাতা মহানগরীর ইতিহাস নিয়ে বহু লেখা রয়েছে, অনেকেই সেসব ইতিহাস কিছুটা হলেও জানেন। আমার এই লেখা কিন্তু বেশিটাই অজানা কথামালা নিয়ে। ইতিহাস নয় কলকাতার সামাজিক ইতিহাস রচনাই এই লেখাটির মূল উদ্দেশ্য। আমাদের ইতিহাসের পাতায় মোগল, পাঠান, ইংরেজ থাকে, স্থানীয় ইতিহাস বা সামাজিক ইতিহাসচর্চা থাকেনা। আরো দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, ফরমায়েশি ইতিহাস বই এবং রাজনীতি আমাদের চার্লস টেগার্টের নাম মনে রাখতে শেখায়, কিন্তু চার্লস স্টুয়ার্টের নাম শেখায় না।

জব চার্নকের কলকাতা আগমন সম্মন্ধে আমরা ওয়াকিবহাল অথচ ইংরেজদের আগমনের বহু আগে এদেশে আগত আর্মেনিয়ান সম্প্রদায় এবং রেজা বিবির সমাধির খোঁজ রাখিনা। ৮০-র দশক অবধি যে কোন বাঙালিই গর্ব বোধ করতেন কলকাতা শহর নিয়ে, বঙ্গ সংস্কৃতির আবহমান ঐতিহ্য নিয়ে। কিন্তু হঠাৎ করে কি হয়ে গেল, বিশ্বায়নের দাপটে আমরা হারিয়ে ফেললাম আমাদের চিরকালীন সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ। বাঙালি জাতিসত্ত্বাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমরা হয়ে গেলাম এক আন্তর্জাতিক হাঁসজারু প্রজাতি। বাঙালির হুঁকো বা পান খাওয়া, পালকির গল্প সব এখন এক একটি ভুলে যাওয়া দিনের পিরিয়ড পিস। বিশ্বায়ন অবশ্যই দরকার, কিন্তু কখনই তার জন্য নিজের শিকড়কে ভুলে যাওয়া কাম্য হতে পারেনা।

কলিকাতা
সেকালের গল্প একালের শহর (দ্বিতীয় খণ্ড)
তিলক পুরকায়স্থ
মূল্য : ৪৫০/-

ভুলে যাওয়া কলকাতার মধ্যে লুকিয়ে আছে কত গল্প , কত কথা, কত দীর্ঘশ্বাস, কত অশ্রুজলের কাহিনি। কত বিদেশি এই শহর, এই দেশকে আপন করে নিয়ে শুয়ে রয়েছেন এখানকার মাটিতে। আধুনিকতার যূপকাষ্ঠে হারিয়ে গেছে কত কিছু। তারই এক টুকরো অজানা কথামালার ইতিকথা বর্ণনার মধ্য দিয়ে, ফিরে দেখা সেই হারিয়ে যাওয়া প্রিয় শহর কলকাতাকে। ইতিহাস নয় কলকাতার সামাজিক ইতিহাস রচনাই এই লেখাটির মূল উদ্দেশ্য।

স্যার মেটকাফে বা ভারতপ্রেমিক ইংরেজ জেমস প্রিন্সেপ থেকে সাহেবেদের বুট জুতো এবং বিদ্যাসাগর মশাইয়ের তালতলার চটির ঠোকাঠুকি, বর্গি হামলা, কলকাতার প্রথম ভোট যুদ্ধ, জগন্নাথের স্নানযাত্রা, বেতার কথা, ছোট ট্রেন, বাঙালির হারিয়ে যাওয়া রান্নাঘরের ইতিহাস ইত্যাদি এখন গল্পকথা। "কলিকাতা : সেকালের গল্প একালের শহর" বইটির দ্বিতীয় পর্বে অতীত থেকে বর্তমান—কলকাতার সেই জীবন্ত সত্তাটিকে গল্পের ছলে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে যাতে কলকাতা দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাওয়া ইতিহাস ও সংস্কৃতির একটি মেলবন্ধন করা যায়। যেভাবে "কলিকাতা : সেকালের গল্প একালের শহর" বইটির প্রথম পর্বটি পাঠকের আশীর্বাদ ও সমালোচকদের ভালোবাসা পেয়েছে, আশা করি এই পর্বটিও সেরকমই ভালোবাসা পাবে তাঁদের।

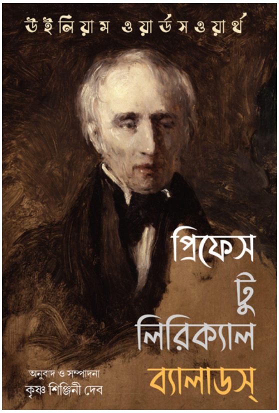

প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালাডস্ : উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ

অনুবাদ ও সম্পাদনা : কৃষ্ণ শিঞ্জিনী দেব

মূল্য : ১৬০/-

ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের সুদূরপ্রসারী প্রভাবে প্রকৃতির উপলব্ধি এবং সংরক্ষণ জনমানসে ক্রিয়াশীল হয়েছিল। এনলাইটেনমেন্ট থেকে রোমান্টিক যুগে প্রতিসরণের মূল স্থানাঙ্ক হয়ে দাঁড়ায় লিরিক্যাল ব্যালাডস্ এবং তার 'মুখবন্ধ'। আর্থ-সামাজিক বিশৃঙ্খলায় অনিকেত মানবসত্তা তার আদিম রক্ষাকর্তা প্রকৃতির কাছে, তার শৈশবের তপোবনে ফিরে যেতে চেয়েছিল । রোমান্টিসিজ়ম বা ইংরাজি সাহিত্যে রোমান্টিক কবিতার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল— প্রাকৃত জীবনে অতিপ্রাকৃতির ধারণা, সৌন্দর্য এবং ভয়ের মিশেলে 'Sublime'-এর ধারণা, নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনার বদলে ব্যক্তিগত অনুভূতির কথন। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসন থেকে হঠাৎ মুক্তিলাভ করে বা নিশ্চিন্ত আশ্রয় হারিয়ে শহর এবং যন্ত্রের কাছে মানুষের আত্মপরিচয় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। তার তাগিদ থেকেই এই আত্মানুসন্ধানের সূচনা। ওয়ার্ডসওয়ার্থ রচিত মুখবন্ধটি সেই রোমান্টিক আন্দোলনের ইস্তেহার। রোমান্টিক যুগবৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে এটি একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনাবিন্দুর নির্দেশকও বটে।

বনেদি কলকাতার দুর্গোৎসব

শুভদীপ রায় চৌধুরী

মূল্য : ২৫০/-

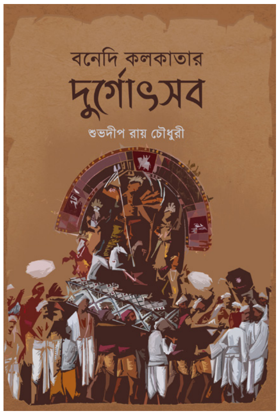

একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণের আগেই বঙ্গীয় শারদীয়া মহাপূজা একটি জাতীয় উৎসবরূপে মহান ঐতিহ্যের আধার হয়ে উঠেছে। সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সাংস্কৃতিক (UNESCO) বিবেচনায় বর্তমানে সেই শারদীয়া আয়োজন আন্তর্জাতিক মহামূল্যে অভিষিক্ত হয়েছে।

অনস্বীকার্য যে, এই শারদীয়া মহোৎসবের মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছে কলকাতা নগরী। ইতিহাস কেন্দ্রিক আলোচনায় প্রবেশ না করলেও বলতে হবে যে, একটি তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থের খুবই প্রয়োজন ছিল যেটিতে কলকাতার দুর্গাপূজার ঐতিহ্যটি এই নগরীর ইতিহাসের সঙ্গে সমান্তরালে পরিবারকেন্দ্রিক ভাবে ক্রমবিকশিত হয়েছে। সেই কর্তব্যটি সযত্নে সশ্রদ্ধভাবে করেছেন তরুণ লেখক শ্রী শুভদীপ রায় চৌধুরী। গ্রন্থালোচনায় প্রবেশের আগে খুব সংক্ষেপে হলেও বিষয়টি নিয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য খুবই প্রয়োজন।

সেই পর্যায়েরই অতি বিশিষ্ট সাতটি পারিবারিক দুর্গোৎসবের বিবরণ বংশীয় পরিচয়সহ সুচারুভাবে উপস্থাপিত হয়েছে শুভদীপের গ্রন্থ মাধ্যমে। এই গ্রন্থে নিবেদিত হয়েছে দুর্গাপুজোর ইতিহাস, দেবী দুর্গার ধ্যান ও স্তোত্র এবং যথানুক্রমে শোভাবাজার রাজবাড়ি, সাবর্ণ রায় চৌধুরী বাড়ি, বাগবাজার হালদার পরিবার, হাটখোলার দত্ত পরিবার, সাদার্ন এভিনিউর ঘোষ রায় পরিবার, কলুটোলার মতিলাল শীল পরিবার ও ভবানীপুর মিত্র পরিবার—এই সাতটি ক্ষেত্রের শারদীয়া আয়োজনের বিবরণ। অসামান্য পরিশ্রমে তথ্যসমৃদ্ধ সরস বয়ানে চমৎকারভাবে উপস্থাপিত করেছেন তিনি।

— পণ্ডিত অজয় ভট্টাচার্য (স্তোত্রকার)

কলিখাতা

গল্প ৪০

সম্পাদনা : শুভংকর গুহ

মূল্য : ৪০০/-

এখনও গভীর সংকটগ্রস্ত আমাদের দেশ রাজ্য ও পৃথিবী। মহামারী এখনও দূরে সরে যায়নি। কোভিড ১৯-এর হ্যাংওভারে এখনও আমরা আক্রান্ত। পৃথিবী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার আগে এই গহীন দুঃসময়ে ‘কলিখাতা গল্প ৪০’-এর প্রকাশ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।সাম্প্রতিক গল্পে আখ্যানের চূড়ান্ত দিক বদল হয়েছে। গল্পের সেই প্রথাগত নিয়তি বা পরিণতি যখন খারিজের পথে, আখ্যানই হয়ে উঠছে গল্পের টোটাল ফ্রেম, তখন এই সংকলনের বৈচিত্র অবশ্যই পাঠকের নজর কাড়বে। স্বৈরশাসন, সামাজিক দমনপীড়ন, আধুনিক জীবনের ব্যভিচার ও নিঃসঙ্গতা—লেখকদের নানাবিধ ভাবনাচিন্তা আইডিয়া বহুমাত্রিক ভূগোল গল্পগুলির বিষয় হয়ে উঠেছে। এই সংকলনের মাধ্যমে একটি বিপন্ন সময়কে ধরে রাখার চেষ্টাকে, আমি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস বলে মনে করি।

—শুভংকর গুহ

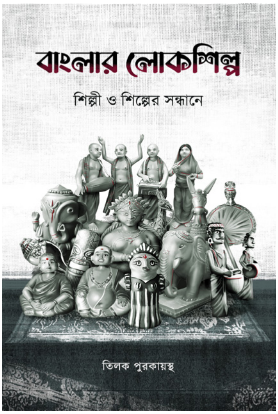

বাংলার লোকশিল্প : শিল্পী ও শিল্পের সন্ধানে

তিলক পুরকায়স্থ

মূল্য : ২৫০/-

বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতির মানসিকতায় শত শত বছর ধরে অন্তঃসলিলা ফলগু নদীর মতন বয়ে চলেছিল বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক, বাংলার লোকশিল্প ও লোক কলার সাধনা। বাঙালি জাতির অনন্যতা, তার জিনগত শিল্পবোধ এবং নান্দনিকতা প্রকাশ পেত কারুশিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে। মানব সভ্যতার বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল টেরাকোটা সামগ্রীর। সুমের-ব্যাবিলন-আজটেক সভ্যতার প্রত্নসামগ্রীর মধ্যেও পোড়ামাটির শিল্প সামগ্রী পাওয়া গেছে। আজকেও বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা থানার পাঁচমুড়া গ্রামের কুম্ভকার শিল্পীরা কত অসাধারণ সব টেরাকোটার শিল্প সামগ্রী নির্মাণ করে চলেছেন। পাঁচমুড়ার ঘোড়া হচ্ছে ভারতীয় লোক শিল্পের উজ্জ্বলতম প্রতিনিধি, সেন্ট্রাল কটেজ ইন্ডাস্ট্রিস এমপোরিয়ামের লোগো। স্মরণাতীত কাল থেকে এরকম কত লোকশিল্পের সৃষ্টি ও সাধনা সারা বাংলা জুড়ে হচ্ছে তার শেষ নেই।

বীরভূম জেলার খয়রাশোলের কাছে লোকপুর বা প্রাচীন লক্ষীপুর গ্রামের একটি মাত্র পরিবারের সদস্যরা প্রাণপনে চেষ্টা করে চলেছেন অলংকৃত সেরপাই বা সিউড়ি বোলকে বাঁচিয়ে রাখতে। স্ট্রিং পাপেট ও রড পাপেট শৈলীর পুতুলনাচের বাইরেও আছে একটি আশ্চর্য সুন্দর শৈলীর পুতুলনাচ আমাদের বাংলাতেই। সেটি হচ্ছে সাঁওতালি পুতুলনাচ বা চদরবদর। এর আরেকটি নাম ‘চাদর বাঁধনি’। সমস্ত লোকায়ত পুতুলনাচের শৈলী থেকে সাঁওতালি পুতুলনাচ বা চদরবদর সম্পূর্ণ আলাদা। শিল্প ও বিজ্ঞানের মিশেলে পরিবেশিত হয় এই কাঠপুতুলের নাচ। সারা ভারতবর্ষে বহু রাজ্যের বিখ্যাত সব কাঠপুতুলের নাচ দেখেছি, কিন্তু কাঠের লিভারের সাহায্যে লিভার ঠেলে ঠেলে পুতুলনাচ দেখাবার জটিল প্রযুক্তির কৌশল আর কোন নাচে দেখা মেলেনি।

চিত্রকলায় সমাজতত্ত্ব

সম্পাদনা : বিজয় দাস

মূল্য : ২০০/-

শিল্প ও সাহিত্যের মেলবন্ধন নতুন নয়। সৃষ্টির নতুনত্বে নান্দনিক প্রকাশ। সেই কারণেই ব্রহ্মা যেমন একজন শিল্পী তেমনই বিশ্বকর্মাও। এবং তাদের শিল্পীসত্তা সম্পূর্ণতা পায় সারস্বত্ত গুণে। শিল্প হল সমাজের দর্পণ, সমাজের অবক্ষয় সবার প্রথমে আহত করে শিল্পীর মননকে। বিশ্বচিত্রকলার ইতিহাসে বরাবরই সমাজের পরিবর্তন, বিকৃত ভাবনা প্রভাব ফেলেছে শিল্পীর মনে এবং সৃষ্টি হয়েছে অসাধারণ কিছু ছবি, পরিবর্তন হয়েছে চিত্রভাবনা, গঠন, চরিত্র ও মাধ্যমের। যেমন ভাবে চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-এর ছবিতে ফুটে উঠেছিল বাঙলার দুর্ভিক্ষ, আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবক্ষয় টম লিন (থমাস সি. লিন)-এর ছবিতে। আবার কয়েকজন শিল্পী মিলে গড়ে তুলেছেন এক-একটি শিল্পগোষ্ঠী। তাদের নতুন ভাবনা, নতুনত্বের খোঁজ সমৃদ্ধ করেছে বিশ্বশিল্পকে। প্রভাব ফেলেছে সামাজিক পরিবর্তনে। এছাড়াও একই সাথে রয়ে গেছে লোকশিল্প ও লোকচিত্রকলা। শতাব্দীর পর শতাব্দী সামগ্রী, বিষয় এবং কৌশল অপরিবর্তিত, বা পরিবর্তন হলেও তা খুবই সূক্ষ্ম, যেমন পটচিত্র। পট বাঙলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লোকচিত্র। একজনের পর আরেকজন, বংশপরম্পরায় এঁকে চলেন পট। এছাড়াও একই রকম বহু ভারতীয় লোকচিত্র যেমন- মধুবনি চিত্রকলা, পিথোরা চিত্র, কালামকারি, ওয়ার্লি কিংবা মুঘল মিনিয়েচার বা রাজস্থানি মিনিয়েচার প্রভৃতি টিকে রয়েছে স্বমহিমায় ও শিল্প দক্ষতায়।

পশ্চিমি রেনেসাঁ-র সময় থেকে ইমপ্রেশনিস্টদের সময় পর্যন্ত আবার গুহাচিত্র থেকে বর্তমানের গ্রাফিতি অথবা কনটেম্পোরারি আর্ট। শিল্প রীতির পরিবর্তন সমাজের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তাই চিত্রকলার বিষয় ভাবনায় বরাবরই সমাজতত্ত্বের অবস্থান রয়েছে। আবার কোনও কোনও শিল্প কখনও হয়ে ওঠে সমাজের অংশ। সেক্ষেত্রে শিল্পী, শিল্প ও দর্শক প্রত্যেকের মধ্যেই সমাজের অবস্থান একত্রিত হয়ে গড়ে তোলে এক অন্য সমাজ ব্যবস্থা।

আবার ভারতীয় চিত্রকলা লোকচিত্রে সমৃদ্ধ হলেও, ইংরেজ শাসন পাশ্চাত্য চিত্রভাবনা ও শৈলীর মিশেল ঘটায়। ফলে পাশ্চাত্য মানসিকতা ভারতীয় সমাজকেও প্রভাবিত করে। এবং উপনিবেশিক সময়ের আগে ও পরে ভারতীয় সমাজ, রীতি, শিল্প, মানসিকতার এক বিস্তর পার্থক্য খুব সহজেই নজরে আসে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও সেই প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে একেবারে স্বতন্ত্র ভারতীয় সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হইনি। ফলে আমাদের শিল্প, সাহিত্যেও নতুন কোনও ভাবনা বা আঙ্গিকের সৃষ্টি হয়নি। যা কিছু কিছু হয়েছে তাও হাতেগোনা। তাই শিল্প ও সাহিত্যে আমরা অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছি বিশ্বের নিরিখে, তবে বর্তমান সময়ের অনেক শিল্পী, সাহিত্যিক বা কবিরা তাঁদের কাজে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এক স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করার চেষ্টায় রয়েছেন। ফলাফল ভবিষ্যৎ বলবে।

প্রবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের মন্দির অলঙ্করণে রাম ও রামায়ণ
আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়
₹৫০০

জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর
শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা
সম্পাদনা : সুমিত বড়ুয়া
₹২২৫

বাংলার লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি
তিলক পুরকায়স্থ
₹৪৫০

ভক্তিশতকম্ ও বাঙালির উত্তরাধিকার
সম্পাদনা : সুমিত বড়ুয়া
₹৪০০

বনেদি কলকাতার দুর্গোৎসব
শুভদীপ রায় চৌধুরী
₹২৫০

কলিকাতা : সেকালের গল্প একালের শহর (প্রথম খণ্ড)
তিলক পুরকায়স্থ
₹৪৫০

কলিকাতা : সেকালের গল্প একালের শহর (দ্বিতীয় খণ্ড)
তিলক পুরকায়স্থ
₹৪৫০

চিত্রকলায় সমাজতত্ত্ব
সম্পাদনা : বিজয় দাস
₹২০০

বাংলার লোকশিল্প
তিলক পুরকায়স্থ
₹২৫০

অন্যান্য

চা-কুলীর আত্মকাহিনী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
ভূমিকা ও সম্পাদনা : অলোক সরকার
₹২০০

ভাস্কর্যের আমি
মৃণালকান্তি গায়েন
₹৩২৫

গদ্য

টাইম মেশিনে জাঙ্গিপাড়া
গালিব উদ্দিন মণ্ডল
₹২২৫

একটি লোয়ার ক্লাসিক গদ্য
বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী
₹৭০

গল্প

কলিখাতা গল্প ৪০
সম্পাদনা : শুভংকর গুহ
₹৪০০

উপলব্ধি : (অ)কল্পিত গল্পকথা
সুভাষ রায়
₹২৫০

ছন্নছাড়া মন
অনুকূল সানা
₹৩০০

উপন্যাস

আবর্ত
সুভাষ রায়
₹১৫০

তবুও জীবন : আঁধারকালের উপাখ্যান
সুভাষ রায়
₹২৫০

নাগর দোলা
সুভাষ রায়
₹৩৫০

পঁচাত্তরের পার্বণ
সুভাষ রায়
₹৩৫০

প্রদাহ
সুভাষ রায়
₹৩০০

মায়াকানন
সুভাষ রায়
₹২৫০

কবিতা

ই-লিরিক
গালিব উদ্দিন মণ্ডল
₹১০০

উদাসীন সাড়া দাও
রঞ্জন ভট্টাচার্য
₹১৫০

গাছ জেঠু
শৌভিক আদক
₹১২৫

পান্তাভাতের জলসাঘর
বিজয় দাস
₹৫০

প্রেমিকা সিরিজ
বিজয় দাস
₹১৫০

মেরুদণ্ড বিক্রেতা
গালিব উদ্দিন মণ্ডল
₹১০০

লোনাবাতাসের ভাস্কর্য
সত্যব্রত সিন্‌হা
₹৫০

সুদেষ্ণার ভিটে
সমীরণ কুণ্ডু
₹৫০

অনুবাদ

প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালাডস্
উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ
সম্পাদনা : কৃষ্ণ শিঞ্জিনী দেব
₹১৬০

শিল্প সাহিত্য পত্রিকা
কলিখাতা

বাঙালির ভূত
কলিখাতা ১০ (বিশেষ সংখ্যা)
মূল্য : ৩০০/-

ফিরে দেখা
কলিখাতা ০৯
মূল্য : ২০/-

জাতীয়-আন্তর্জাতিক কথাসাহিত্য
কলিখাতা ০৮ (বিশেষ সংখ্যা)
মূল্য : ২২৫/-

শীত সংখ্যা
কলিখাতা ০৭
মূল্য : ১০০/-

কবিতার আঙ্গিক : কালে-কালান্তরে
কলিখাতা ০৬ (বিশেষ সংখ্যা)
মূল্য : ১৫০/-

মৃত্যু চেতনা
কলিখাতা ০৫
মূল্য : ৫০/-

সম্পর্ক
কলিখাতা ০৪
মূল্য : ৩০/-

ডাস্টবিন
কলিখাতা ০৩
মূল্য : ৫০/-

গ্রাম জীবন
কলিখাতা ০২
মূল্য : ৩০/-

আত্মপ্রকাশ সংখ্যা
কলিখাতা ০১
মূল্য : ৪০/-

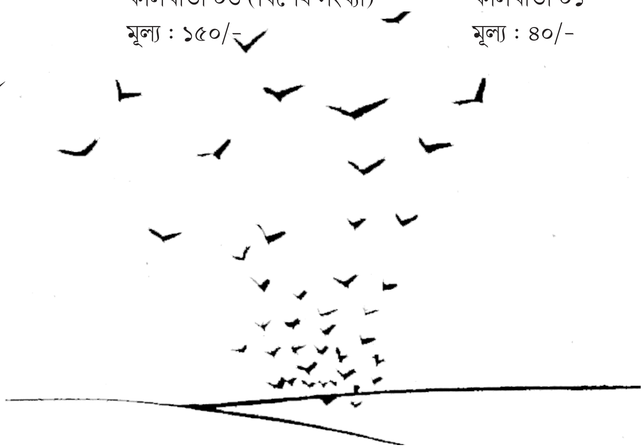

প্রকাশিতব্য

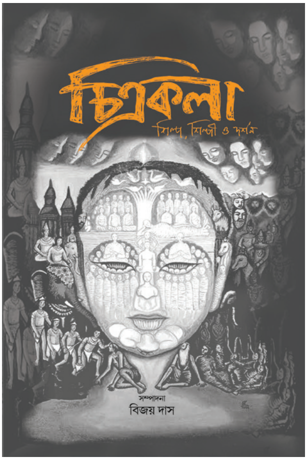

চিত্রকলা
শিল্প শিল্পী ও দর্শন
সম্পাদনা : বিজয় দাস

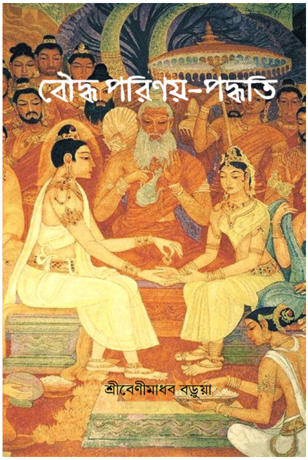

বৌদ্ধ পরিণয়-পদ্ধতি
শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া
সম্পাদনা : সুমিত বড়ুয়া

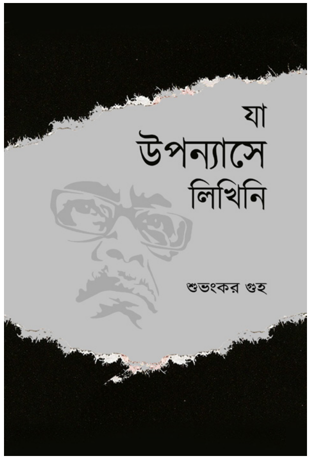

যা উপন্যাসে লিখিনি
শুভংকর গুহ

নিমতা, কলকাতা – ৭০০০৪৯

kolikhata@gmail.com

8910870957

স্ক্যান করুন ও চলে আসুন আমাদের অনলাইন দোকানঘরে